আরুষি হত্যা মামলায় বেকসুর তলোয়ার দম্পতি

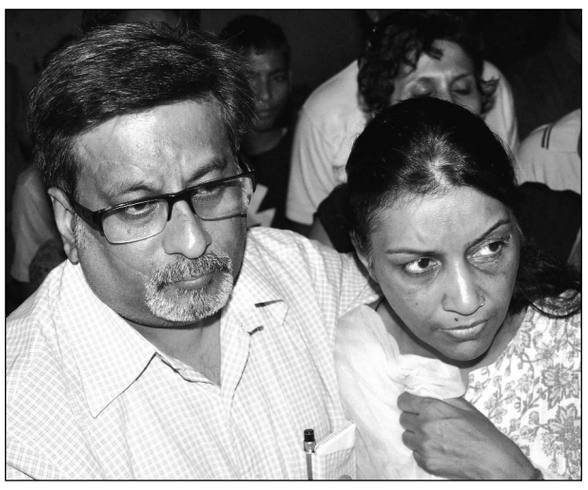

রাজেশ তলোয়ার ও নূপুর তলোয়ার। *-ফাইল চিত্র*

এলাহাবাদ, ১২ অক্টোবর : সম্প্রতিকালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আরুষি হত্যা মামলায় ছাড় পেল তলোয়ার দম্পতি। এই মামলা নিয়ে দীর্ঘদিন সিবিআই তদন্ত করেছে। তারপর সিবিআই আদালতের নির্দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় রাজেশ তলোয়ার ও নূপুর তলোয়ারকে। সিবিআই আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে তারা এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই চাঞ্চল্যকর মামলায় মুক্ত করে দেন আরুষির বাবা-মা'কে। এর ফলে হাইকোর্টের রায়ে আরুষির বাবা রাজেশ তলোয়ার ও মা নূপুর তলোয়ার মুক্তি পেলেন। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, আরুষিকে তাঁর বাবা-মা হত্যা করেননি। রায়ে বলা হয়েছে, কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ মেলেনি। পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণে ভর করে চার্জশিট দেয় সিবিআই। এমন কোনও তথ্য দিতে পারেনি সিবিআই যাতে প্রমাণ হয় যে আরুষি হত্যাকাণ্ডে তলোয়ার দম্পতি দোষী।

২০০৮ সালের ১৫ মে গভীর রাতে নয়ডায় নিজের শোয়ার ঘরে খুন হয়ে যায় ১৪ বছরের কিশোরী আরুষি। প্রথমে সন্দেহে তীর ছিল পরিচারক হেমরাজের দিকে। কিন্তু তাকে পরের দিন ভোর থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু দু'দিন পর উদ্ধার হয়

রায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের

হেমরাজের রক্তাক্ত দেহ। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে দেশজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে, নিজের মেয়ে আরুষিকে হত্যা করেছেন রাজেশ ও নূপুর। খুনের ঘটনার সাতদিন পর পুলিশ তলোয়ার দম্পতিকে গ্রেফতার করে। নয়ডা পুলিশের দাবি, আরুষি ও হেমরাজকে আপত্তিজনক অবস্থায় দেখে তাদের খুন করেন তলোয়ার দম্পতি। কিন্তু এই দাবির সমর্থনে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য ও প্রমাণ দিতে পারেনি সিবিআই পুলিশ। পরে ঘটনার তদন্তভার সিবিআইকে দেওয়া হয়। মামলা চলে সিবিআই আদালতে। ২০১৩ সালে আরুষি হত্যা মামলায় তলোয়ার দম্পতিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল সিবিআই আদালত। ২০১০ সালে সিবিআই গাজিয়াবাদ আদালতে একটি গোপন রিপোর্ট দাখিল করে। কিন্তু হাইকোর্ট সেই রিপোর্টকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি। কারণ এতে কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না।

ঋতব্রত'কে তলব দিল্লি পুলিশের, নম্রতাকেও

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে বিপাকে পড়লেন। এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে সিআইডি তলবের পর এবার তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করল দিল্লি পুলিশ। দিল্লির সূত্র মারফত জানা যায়, কলকাতা পুলিশের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে জিরো এফআইআর রুজু করেছে দিল্লি

সাউথ অ্যাভিনিউ থানা। তদন্তে আলোকপাত করার জন্য অভিযোগকারিণী নম্রতা দত্তকেও দিল্লি পুলিশ ডেকে পাঠিয়েছে। তবে চিঠি দিয়ে তাঁকে দেখার করার জন্য জানানো হয়েছে। আইনজীবী মারফত পাল্টা চিঠি দিয়ে তদন্তে সাহায্যের জন্য দিল্লি আসার আশ্বাসও দিয়েছেন নম্রতা।

প্রসঙ্গত, গতকালই ঋতব্রতর বাড়িতে নোটিস টাঙিয়ে দেয় সিআইডি। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ করে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ আজ ১৩ অক্টোবর রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রতকে হাজির হওয়ার জন্য তলব করেছে। জানা যায়, ঋতব্রত ও নম্রতার কথোপকথনের রেকর্ড ও মোবাইল স্ক্রিন শট, ছবি ওভিডিওর খোঁজ করছে দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার বালুরঘাট থানায় ঋতব্রতর বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ দায়ের করেন নম্রতা। তাঁর অভিযোগ, দিল্লির ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়। শুধু তাই নয়, নম্রতার বালুরঘাটের বাড়িতেও নাকি ঋতব্রত গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। নম্রতা এর আগে বলেছেন, বালুরঘাটে গিয়ে তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন ঋতব্রত। প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন তাঁর মাকে। তিনি বলেন, খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করবেন। নম্রতার এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিতর্কিত কমিউনিস্ট নেতা নতুন করে বিপাকে পড়লেন।

হিমাচল প্রদেশে নির্বাচন ৯ নভেম্বর

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : **হিমাচল প্রদেশ বিধানসভায় নির্বাচন হবে আগামী ৯ নভেম্বর। নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছে। উল্লেখ্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এ কে জ্যোতি জানান, এবার ভিভিপ্যাট যুক্ত ইভিএমে ভোটগ্রহণ করা হবে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। কমিশনের দুই আধিকারিক ওমপ্রকাশ রাওয়াত ও সুনীল অরোরাকে পাশে নিয়ে এই ভোটের দিন ঘোষণা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অচল কুমার জ্যোতি। মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন ধার্য হয়েছে ১৬ অক্টোবর, শেষ দিন ২৩ অক্টোবর। ভোট গণনা হবে ১৮ ডিসেম্বর। নির্বাচন কমিশন জানায়, গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবে পরে। কারণ সেখানে বন্যাজনিত পরিস্থিতির ফলে সাধারণ মানুষের পুনর্বাসন চলছে।**

গুজরাতের মুখ্যসচিব এক চিঠিতে নির্বাচন কমিশনকে এ কথা জানিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, জুলাই মাসে গুজরাতে যে ব্যাপক বন্যা হয়, তার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ সম্পূর্ণ হতে অনেকটা সময় লাগবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এ কে জ্যোতি এ কথা জানান। প্রসঙ্গত, বন্যার দরুন গুজরাতের বহু রাস্তা ভেঙেচুড়ে সাফ হয়ে গিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে ওই রাজ্যে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ কাজ শুরু হয়। সুতরাং মডেল কোড অফ কনডাক্ট চালুর জন্য আরও সময় চেয়েছে গুজরাত সরকার।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, গুজরাত বিধানসভার নির্বাচন হবে ১৮ ডিসেম্বরের আগে, যাতে হিমাচলপ্রদেশের ভোটের ফলাফল কোনও প্রভাব গুজরাতের নির্বাচনে না পড়ে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, হিমাচলপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা যাচাই হবে। হিমাচল প্রদেশে আসন সংখ্যা ৬৮। নির্বাচনের আগে জিএসটি চালু হলেও শেষ কথা বলবে ভোটাররা। এদিকে কংগ্রেস সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখেই এনডিএ সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, দেশে বেকারদের চাকরি নেই। জিএসটির ফলে মার খাচ্ছেন ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। চাষিরা হতাশগ্রস্ত। ছোট ব্যবসায়ী এবং দোকানদারও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন জিএসটির জন্য। সুতরাং নির্বাচনে এইসব ইস্যু উঠবে। বিজেপি ইতিমধ্যেই হিমাচল প্রদেশের নির্বাচন নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। তবে সারা দেশ তাকিয়ে থাকবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দুর্গ গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের দিকে। হিমাচলপ্রদেশ ও গুজরাতে বিজেপি জয়ী হলে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনীতিতে আরও সংস্কার নিয়ে আসার কর্মসূচি নেবে। উল্লেখ্য, আগামী বছর কর্নাটক সহ আরও আটটি রাজ্যে নির্বাচন। এই নির্বাচনের পরেই শুরু হয়ে যাবে ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি। হিমাচল প্রদেশে ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস। তবে দুর্নীতির অভিযোগ এবং সম্প্রতি শিমলায় এক কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় রাজ্য উত্তাল। এমনকী হিমাচলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই সমস্ত ইস্যুকেই কাজে লাগাতে চায় বিজেপি।

নবান্নে ডেঙ্গু মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক। রয়েছেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিশ্বরঞ্জন শতপথী। *ছবি-শ্যামল মৈত্র*

ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা রাজ্যজুড়ে বাড়ছে। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। এমন বিভ্রান্তিমূলক খবরের জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন সাধারণ জ্বরে যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তারাও। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতরের কর্তা ও ডাক্তারদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন নবান্নে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ রাজ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা মোট ৩০। আক্রান্তের মধ্যে গত কয়েক মাসে মৃত্যুর সংখ্যা ২৪, যা অন্যান্য রাজ্যে থেকে যথেষ্ট কম বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, অহেতুক আতঙ্কিত হবেন না। শহরগুলি ও জেলায় জেলায় গজিয়ে ওঠা ল্যাবগুলির ভুল রিপোর্টের মাধ্যমে অহেতুক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'র পরামর্শ মতো ডেঙ্গুর জন্য এনএস-১ ম্যাল অ্যালাইজা টেস্টের মতো রিপোর্টগুলি করে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিশ্বরঞ্জন শতপথী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, প্রচার হচ্ছে দেগঙ্গায় ডেঙ্গুর মৃত্যু মিছিল হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানে একজনও ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়নি। হাবড়ায় অনুরূপভাবে চারজন মৃতের মধ্যে একজন হার্ট অ্যাটাক, একজন মাল্টি অরগ্যান ফেলিওর, একজন যক্ষ্মা এবং একজনের

দেগঙ্গায় ডেঙ্গুতে কেউ মারা যায়নি : মমতা

ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে শহরতলির মধ্যে বিধাননগরে দু'জন, ভাটপাড়ায় একজন, দক্ষিণ দমদমে তিনজন, উত্তর দমদমে একজন, বারাকপুরে একজনের মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গুতে।

এদিনের বৈঠকে অন্যান্য রাজ্যে ডেঙ্গু ও সোয়াইন ফ্লু'তে আক্রান্তের পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুজরাতে সোয়াইন ফ্লু'তে মারা গিয়েছে ৪৩০ জন, তামিলনাড়ুতে ৬৪২ জন, দিল্লিতে ৪০ জন, মহারাষ্ট্রে ৪৩৭ জন। এদিকে কেরলে ৩৫ জন, লখনউয়ে ১৪১ জন এবং দিল্লিতে ২১ জন ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ও পঞ্চায়েত দফতরের সচিবদের নির্দেশ দেন, শহরের পাশাপাশি জেলার গ্রামগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য ১০০ দিনের কাজের কর্মীদের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজে লাগাতে হবে অবিলম্বে। পাশাপাশি আশা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এলাকায় এলাকায় গিয়ে সচেতনা বৃদ্ধির কাজে আরও তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও এলাকায় জ্বরের খবর গেলে সেখানে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

দফতরের অধিকর্তারা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলার ডিএমদের সেই নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছেন বলেও নবান্ন সূত্রে জানা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিধাননগরে যে যে অফিস কেন্দ্রের অধীন, সেই সেই অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুক কেন্দ্র।

খোয়া গেল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : অদ্ভুত ঘটনা। দিল্লিতে গায়েব হয়ে গেল খোদ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গাড়ি। সচিবালয়ের সামনেই রাখা ছিল মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের নীল রঙের ওয়াগন আর গাড়িটি। সেখান থেকেই গাড়িটি চুরি হয়ে যায়। এই খবরে শোরগোল পড়ে যায় রাজধানীতে। প্রশ্ন উঠেছে দিল্লির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। তাদের বক্তব্য, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িরই যদি নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে রাজধানীতে সাধারণ মানুষের কী হবে? মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি গায়েব হওয়া নিয়ে একই সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছে নানা রসিকতা। অরবিন্দ কেজরিওয়াল একসময় জাতীয় রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতায় অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন। অল্প সময় তিনি জনপ্রিয়তাও পান। কিন্তু তাঁর সমালোচকের সংখ্যাও কিছু কম নয়। কেজরিওয়ালকে নিয়ে রাজনৈতিক

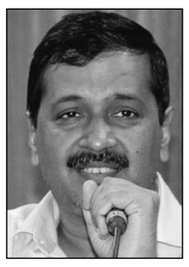

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিছু কম হয়নি, এখনও চলছে। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ের সামনে থেকে তাঁর গাড়ি চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়েও শুরু হয়েছে সেই একই ধরনের ব্যঙ্গ। কেউ কেউ মন্তব্য করছেন, গাড়ি তো খোয়া গেল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর গলার মাফলারটা আছে তো? তবে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

জানা যায়, গাড়ির সন্ধানে পুলিশ হন্যে হয়ে দৌড়চ্ছে। এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায়, এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ওই গাড়ির সন্ধান মেলেনি। প্রশ্ন উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি বলে কথা! তাঁর সামনে সবসময় নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে। সদা সতর্ক থাকেন গাড়ির চালকও। এর ওপর সচিবালয়ে রয়েছে পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর। সকলের চোখের সামনে দিয়ে গাড়ি চলে গেল অথচ কেউ দেখল না, এটা হয় কেমন করে!

ভুল করে মহিলা টয়লেটে রাহুল

ভদোদরা, ১২ অক্টোবর : **গুজরাতে এক অনুষ্ঠানের শেষে কংগ্রেস সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি ভুল করে লেডিজ টয়লেটে ঢুকে পড়েন। এই ঘটনায় তিনি যারপরনাই বিব্রত হন। কংগ্রেস সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি গত ৯ অক্টোবর থেকে গুজরাতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন, জনসভা করছেন। উল্লেখ্য, গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। তিনি ছোটা উদয়পুরে দলের যুবকদের মুখোমুখি হন। এরপরে তিনি টয়লেটে যাওয়ার জন্য ওঠেন। কিন্তু ভুল করে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট টয়লেটে তিনি ঢুকে পড়েন। ওয়াশ রুমের বাইরে সাইনবোর্ড দেওয়া ছিল গুজরাতি ভাষায়। সেখানে লেখা**

মহিলা টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসছেন রাহুল গান্ধি, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

ছিল 'মহিলায়ো মতে শৌচালয়া'। এরপর তাঁর সঙ্গে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে থাকা এসপি কমান্ডোরা বুঝতে পারেন যে রাহুল গান্ধি ভুল করে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিছনে যান এবং তাঁর ভুল ধরিয়ে দেন। এরপরেই রাহুল গান্ধি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেখান থেকে ফিরে আসেন। কংগ্রেসের যুব সমাবেশে বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তারা ওয়াশরুম থেকে রাহুল ফিরে আসছেন এই ছবি তোলেন এবং ট্যুইটারে বিভিন্ন জায়গায় তা পোস্ট করে দেন। অবশ্য এই বিভ্রান্তি বাদ দিলে গুজরাত সফরে রাহুল গান্ধি ছিলেন সপ্রতিভ। গুজরাত সফরে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শাহকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, বিজেপির আমলে অমিত শাহের ছেলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পত্তি বেড়েছে। তাদের জন্যই আচ্ছে দিন এসেছে। রাহুল গান্ধি রাজ্যের কংগ্রেসকে আবার ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য আবেদন জানান। তিনি একটি মন্দিরে দেবদর্শন করেন এবং কোথাও কোথাও গরুকে ঘাস খাওয়ান।

পাক গোলায় নিহত ভারতীয় জওয়ান ও এক পোর্টার

শ্রীনগর, ১২ অক্টোবর : সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ফের পাক সেনাবাহিনী জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর হানা দিয়ে বেপরোয়া গুলি চালায়। পুঞ্চ সেক্টরে পাক সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে এক ভারতীয় জওয়ান এবং একজন মালবাহক। প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে এই খবর জানা যায়। এই ঘটনাটি ঘটে জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান, কোনও প্ররোচনা ছাড়াই পাক সেনা এদিন সকালে বেপরোয়া গোলাগুলি চালাতে থাকে। ভারতীয় জওয়ানরা এর পাল্টা জবাব দেয়। কিন্তু সংঘর্ষে এক ভারতীয় জওয়ান এবং একজন সাধারণ মালবাহী এক ব্যক্তি পাক গুলিতে নিহত হন।

উল্লেখ্য, গত ৬ অক্টোবর পাক সেনাবাহিনী রাজৌরি জেলার বাবা খড়ি এলাকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে বেপরোয়া গুলি চালায়। ৪ অক্টোবর পাক সেনাদের বিনা প্ররোচনায় আক্রমণে তিন ভারতীয় জওয়ান আহত হয়েছিলেন এবং পুঞ্চ সেক্টরে বেপরোয়া গোলাগুলি চালানো হয় বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অক্টোবরের শুরু থেকে পাক সেনাবাহিনী বারবার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা এবং সংঘর্ষবিরতি রেখা লঙ্ঘন করে ভারতীয় সীমান্তে হামলা চালাচ্ছে। গত ৩ অক্টোবর এ

ধরনের ঘটনা ঘটে। সীমান্তে এই গোলাগুলির ঘটনায় দুই শিশু মারা যায়। ১২ জন সাধারণ নাগরিক গুরুতর আহত হন।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ২০১৭ সালের শুরু থেকে জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি এলাকা লঙ্ঘন করে পাকিস্তানি সেনাদের হামলা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। এর ফলে সংলগ্ন গ্রামগুলিতে ব্যাপক আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ইতিমধ্যেই ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলি থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রেই পাক গোলাগুলির উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীরও বেশ কয়েকজন খতম হয়েছেন ভারতীয় জওয়ানদের গুলিতে। কিন্তুএই ঘটনায় জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে চলছে চরম অস্থিরতা। সাধারণ মানুষ সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে আর থাকতে চাইছেন না। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, ভারতীয় সেনাবাহিনী সে ব্যাপারে নিরন্তর আলোচনা চালাচ্ছে এবং সীমান্তে সেনাবাহিনীর টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে সেনা-গোয়েন্দাদের খবর আশপাশের গ্রামের মধ্যেই পাক গুপ্তচররা লুকিয়ে থাকছে। সুতরাং তাদের সন্ধানে জোর তল্লাশি চলছে।